Main hook and intro: [ভিডিও শুরু করা যাক খুব famous একটা এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে। এই এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে নজর প্রমাণ করে দিবে আপনি একজন চোর! (chor word ta echo hobe)

(ektu mysterious music)

১০ সেকেন্ড সময় দেয়া হলো

এই ১০ সেকেন্ডে আপনি সম্পূর্ণ নতুন একটা প্রানী কল্পনা করুন যা এই পৃথিবীতে exist করে না। প্রানীটা হতে হবে একদম unqiue, একদম আলদা, পৃথিবীর কোন প্রানীর সাথে আপনার কল্পনার কোন প্রানীর বৈশিষ্ট্যই মিলবে না।

(Timer shuru hoye jabe 10 second er and kichu random animal er doddles timer er ashe pashe pop hoite thakbe subtle bhabe like hati ghora, Yeti, gorur shing, horin er shing, shojarur kata etc)

আপনার সময় শেষ!

এখন ২টা Interesting ব্যাপার হতে পারে।

১। আপনি এই অল্প সময়ে কিছু কল্পনাই করতে পারেন নাই । গ্যাঞ্জাম পাকিয়ে ফেলেছেন

২। আপনি একটি প্রানী কল্পনা ঠিকই করেছেন কিন্তু সেটা আমরা গ্যারন্টি দিয়ে বলতে পারব unique কিছুই না। হয় সেটা দেখতে কিছুটা (halka pause diye diye) হাতির মতো, শিং আছে, পাখা আছে, না হয় লোমশ লম্বা শরীর কিংবা ঘোড়ার মতো পা।

মোট কথা হচ্ছে এই পৃথিবীর Existing যত পশু-পাখি আপনি চিনেন সেগুলো থেকে কিছু না কিছু জোড়াতালি দিয়ে আপনার কল্পনার প্রানীটি বানিয়েছেন।

আরও মজার বিষয় হচ্ছে ১০ সেকেন্ডের টাইমারটি যখন চলছিল তখন স্ক্রিনে কিছু প্রাণীর ছবি Randomly Pop করানো হয়েছিল। আপনার কল্পনার প্রানীর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আপনি হয়তো এই প্রাণিগুলো থেকেই ধার নিয়ে বানিয়েছেন!

যদি তাই হয়ে থাকে ভিডিও Pause করে এখনি আমাদের কমেন্ট করে জানান । আমরা এই কাজ ইচ্ছা করেই করেছি আপনার creativity কে Manipulate করার জন্য।

তাহলে কি বলতে পারি আপনি একজন smart চোর? নতুন প্রানী কল্পনা করতে বলায় আপনি একদম original কিছু বানাতে পারেন নি তবে অন্যান্য প্রানীর বৈশিষ্ট্য ধার করে একটি Unique প্রানী ঠিকই তৈরি করেছেন!]

Main script with constant attention retaining hook: [আসলে বাস্তবতা কিছুটা এমন যে, Nothing is Original.

ফ্রেঞ্চ রাইটার Andre Gide জিনিসটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, “পৃথিবীতে যা কিছু বলার দরকার ছিল তা ইতোমধ্যে বলা হয়ে গেছে কিন্তু যেহেতু সবাই সেটা শুনেনি তাই সব কিছু আবার নতুন করে বলা উচিত”

মানে হচ্ছে পৃথিবীতে original বলতে কিছু নেই । আপনি যা বলতে চান তা এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ already বলে ফেলেছে। শুধু ব্যাপারটা হচ্ছে কে, কিভাবে এবং কার কাছে সেটি বলছে।

নজরের এই ভিডিওটা আপনাকে একটা জার্নিতে নিয়ে যাবে । যে জার্নি শেষ হলে আপনি কয়েকটি ব্যাপার খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারবেন।

১। Creativity কি আসলে চুরি?

২। সব মানুষই কি ক্রিয়েটিভ হতে পারে?

এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, আপনি কিভাবে একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ হতে পারেন চুরি বিদ্যা ব্যবহার করে।

ক্রিয়েটিভিটির ব্যাপারে একটা চিরন্তন সত্য হচ্ছে,

ক্রিয়েটিভ কাজ নতুন বা Original কিছু না শুধু আগের হয়ে যাওয়া কাজ গুলোর নতুন ও Better version.

চলেন একটা ছোট্ট Casestudy দেখে আসি তাহলে বুঝতে আরও সহজ হবে,

স্প্যানিশ পেইন্টার পাবলো পিকাসোর নাম তো আমরা সবাই শুনেছি। কিন্তু ওই লোক তো একটা বিশ্ব চোর ছিলেন। যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন তার বেশির ভাগ কাজই আফ্রিকান মাস্ক আর্ট স্টাইলের সাথে বেশ মিলে যায়। (link theke chobi gula jabe)

American film maker এবং award winning director Quentin Tarantino সব সময়ই বলে আসছেন তিনি Surgio Leone এর অনেক বড় ফ্যান। Tarantino এর বিখ্যাত সিনেমা Inglorious Basterds এর প্রথম সিনটাও Taratino চুরি করেছেন Surgio Leoneর “The Good, the bad, the ugly” এই মুভি থেকে । Surgio Leone ১৯৬৮ সালে মুভি বানিয়েছেন “ Once upon a time in west” আর টারান্টিনো ২০১৯ এ এসে বানায় “Once upon a time in hollywood” । বুঝতেই পারছেন কি পরিমাণ ইন্সপায়ার্ড তিনি Sugrio থেকে।

এখন কথা হচ্ছে পাবলো পিকাসো ও টারান্টিনোকে কেউ চোর বা কপি ক্যাট বলে না কেন? উলটা কেন তাদের এত সমাদর চারদিকে?

ব্যাপারটা হচ্ছে উনারা কেউ তাদের Inspiration থেকে হুবহু কপি করে নি। Pablo picasso আফ্রিকান আর্ট থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছে সেই স্টাইলে কাজ করেছে ঠিকই কিন্তু সেই সাথে তিনি তার ভিশনকেও যুক্ত করেছেন Art এ। তাই পিকাসো আফ্রিকান আর্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও যখন পিকাসো সেখানে নিজস্বতা যুক্ত করেছেন তখনই তার আর্ট হয়ে গেছে অরিজিনাল!!

টারান্টিনোর ক্ষেত্রেও তিনি Surgio থেকে গল্প বলার স্টাইল ধার নিলেও বলেছেন কিন্তু নিজের গল্প নিজের মতো করেই। এটাই টারান্টিনো বানিয়েছেন অরিজিনাল!

এই case study কিন্তু ক্রিয়েটিভির বিশাল বড় পার্ট সহজ করে দিচ্ছে আপনার জন্য । একটা সহজ Starting point দিচ্ছে যে আপনাকে ক্রিয়েটিভ হতে হলে জোর করে অরিজিনাল আইডিয়া বের করার পেছনে সময় নষ্ট করতে হবে না। বরং Existing কোন আইডিয়াকে চুরি করে এনে সেটাকে কিভাবে আরো বেটার করা , নিজের ইনপুট দেয়া এইটুক করতে পারলেই কিন্তু আপনি ক্রিয়েটিভ।

এই যে একটি আইডিয়া ধরে এনে আপনি আপনার মতো করে চিন্তা করে নতুন একটা ভার্সন তৈরি করলেন এই process কে বলে প্রাইমিং।

একজন চোরেরও কিন্তু সারাদিনের নিউজ জানাটা জরুরী কিন্তু এত সময় কই? আর তাই নজর নিউজে সারাদিনে সব ইম্পোর্টেন্ট খবর পড়তে পারবেন মাত্র ৬০ থেকে ৭০ শব্দে। পিন কমেন্টে থাকা লিঙ্ককে ক্লিক করে এখনই ফলো করে ফেলুন নজর নিউজ।

এখন চলে আসে ২য় প্রশ্ন। চাইলে যে কেউ কি ক্রিয়েটিভ হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়ে দিয়েছে নজর। যেকোন মানুষই একটা আইডিয়া ধার করে এনে বা কোন কিছুর থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে নিজের ভার্সন তৈরি করতেই পারে।

কিন্তু! এখানে একটা কিন্তু আছে!

চুরি বা ইন্সপিরেশন নেয়ার একটা সিস্টেম আছে।

Wilson Minzer এর একটা পাওয়ারফুল কথা বলেছেন,

যদি একজনের কাছ থেকে কপি করেন, তাহলে সেটা প্লেজারিজম। আর যদি অনেকের কাছ থেকে কপি করেন, তাহলে সেটা রিসার্চ

এই স্ক্রিপটার কথাই চিন্তা করেন। অনেক অনেক রিসোর্স থেকে একটু একটু করে ধার নিয়ে সেই সাথে রাইটারের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা যুক্ত করে এই স্কিপ্ট টা লিখা যেটাকে দিন শেষে কেউ Plagiarism বা চুরি বলতে পারবে না বরং রিসার্চই বলতে হবে কারণ একাধিক রিসোর্সের তথ্য সব এক জায়গায় গুছিয়ে আনা হয়েছে এখানে।

Psychology-তে একটা খুব ইন্টারেস্টিং টার্ম আছে **Associative Thinking**।

Associative Thinking হচ্ছে যেখানে আপনি এক জিনিসের সাথে আরেক জিনিসকে কানেক্ট করতে পারেন, যেটা আপাতদৃষ্টিতে একে অপরের সাথে কোনোভাবেই মিলে না।

ধরেন, Steve Jobs যখন বলেছিল,

"Creativity is just connecting things."

সে এটা এমনি এমনি বলেনি।

Apple-এর প্রথম কম্পিউটার বানানোর সময় সে Inspiration নিয়েছিল Calligraphy ক্লাস থেকে, যেটার সাথে কম্পিউটারের কোনো direct সম্পর্কই নাই। কিন্তু সেই inspiration দিয়েই Mac-এর টাইপোগ্রাফিকে সুন্দর, মিনিমাল আর ইউজার-ফ্রেন্ডলি বানানো হয়েছিল।

একইভাবে Walt Disney যখন Disneyland বানায়, সে একটা সাধারণ থিম পার্ক বানায়নি। সে চুরি করেছে ইউরোপিয়ান কাসল ডিজাইন, মার্কিন carnival স্টাইল, আর storytelling culture সব মিশিয়ে একটা নিজের universe বানিয়ে ফেলে, যেটা একদম Unique হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে কি বুঝলেন?

কেউ যদি ঠিকঠাক ও স্মার্টলি ইন্সপিরেশন নিতে পারে ও সরাসরি চুরি না করে নিজের একটা ভার্সন তৈরি করে তাহলে যে কেউই ক্রিয়েটিভ হতে পারে।

Creativity is a process not a magic.

আর এখন নজর আপনাকে জানাবে কোন প্রসেস ফলো করে আপনি হতে পারবেন ক্রিয়েটিভ!

এই যে আইডিয়া চুরি করে আনা, inspiration নেয়া, নিজের ইনপুট যুক্ত করা এই কাজগুলো একটা প্রসেস এর মধ্যে না করলে আপনার ভেতরের full potential বের করে আনা সম্ভব না।

একদম শুরু করে শুরু করা যাক।

ধরে নিচ্ছি আপনি একজন uncreative মানুষ।

আপনাকে তাহলে মাত্র ৩ টি স্টেপ ফলো করে হবে। আর নজর এগুলো just বলার জন্য বলছে না এর পেছনে আছে আমাদের extensive research এবং Science.

Step 1 - চিন্তা ভাবনা না করে just শুরু করে দেয়া

আপনি কিসে ভালো , আপনার প্যাশন কি, আপনার Creative potential কোন Field এ বেশি এইসব চিন্তা করতে করতেই কাজের কাজ আর শুরু হয় না। কাজ শুরু না করলে ক্রিয়েটিভ হবেন কিভাবে?

তাই process বলে যে আপনাকে কাজ করতে করতে নিজেকে Discover করতে হবে।

যদি মনে হয় আপনি Writing এ ভালো করতে পারবেন লিখা শুরু করুন, ডিজাইন ভালো লাগলে ডিজানিং করতে থাকুন, কোডিং ভালো লাগলে কোডিং করা শুরু করুন।

Start making things!

Step 2- কপি করা

আমাদের সবারই তো আইডল বা হিরো থাকে যাদের কাজ আমাদের ইন্সপায়ার করে।

আপনি এখন আপনার হিরোদের লিস্ট করে ফেলেন I একজন একজন করে select করে তাদের সব কাজগুলো দেখেন এবং Analyze করা শুরু করে দেন। আপনার হিরো বা আইডলে কাজগুলো আপনি কপি করবেন না আপনি তাদের Thinking process টা বুঝে সেটা কপি করার চেষ্টা করেন। আপনার হিরোর ইন্সপিরেশন কারা তাদের কাজও analyze করেন।

ধরেন আপনি ফিল্মমেকার হতে চান এবং আপনার হিরো হচ্ছে Christopher Nolan. আপনি Christopher Nolan মুভিগুলো দেখবেন আর সেই সাথে Christopher Nolan কিভাবে চিন্তা করে কোন thought process থেকে মুভি বানায় সেটাকে চুরি করার চেষ্টা করবেন।

বেশি কঠিন লাগছে?

তাহলে একদম বেহায়ার মতো হুবহু কপি করা দিয়েই শুরু করতে পারেন। মানুষের একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে মানুষ একদম পারফেক্ট কপি কখনো করতে পারে না। ঠিক যে মুহুর্ত থেকে দেখবেন আপনি আপনার হিরোকে পুরোপুরি কপি করতে ব্যর্থ হচ্ছে সেখান থেকেই আপনি আপনার ইনপুট দেয়া শুরু করে দিবেন আর এই ব্যর্থতাই আপনাকে নিজেকে চিনতে শেখাবে।

সর্বশেষ স্টেপ হচ্ছে - ক্রিয়েটিভিটিতে বাউন্ডারি সেট করা

শুনতে একটু কেমন যেন লাগছে তাই না? Creativity তে যদি বাউন্ডারি থাকে freedom না থাকে তাহলে এটা আবার কিসের creativity?

কিন্তু creative কাজের ক্ষেত্রে এই বাউন্ডারিটাই আসলে ফ্রিডম।

Creative কাজে creativity এর বাহানা দিয়ে আপনি যদি কোন আইডিয়া একদম আনলিমিটেড সময় দেন তাহলে ঐটা আপনার ক্রিয়েটিভিটিকে মেরে ফেলবে। প্রত্যেকটা আইডিয়ারই কিন্তু লিমিটলেস পসিবিলিটিস থাকে। এজন্য আপনার কাজ হবে একটা আইডিয়ার কোন কোন দিক নিয়ে আপনি কাজ করবেন সেটা বের করে একটা বাউন্ডারি টেনে দেয়া এবং সে বাউন্ডারিতে থেকে কাজ আগাতে থাকা। নাহলে সময় চলে যাবে আর আপনি বসে বসে শুধু ভেবেই যাবেন আর কি করা যায়, আর কি করা যায়।

ক্রিয়েটিভ হতে হলে আপনাকে বোরিং হতে হবে। একটা রুটিন বানাতে হবে কোন টাইমে আপনি চুরি করবেন, কোন সময়টা আপনি নিজের ইনপুট দিবেন এবং দুনিয়া উলটে গেলেও সেই রুটিনের হেরফের করা যাবেনা।

আপনি যদি ভালো লেখক হতে চান তাহলে প্রতিদিন একটা সময় আপনাকে অন্যের কাজ পড়তে হবে, analyze করতে হবে এবং এরপর নিজের লিখতে বসতে হবে। প্রত্যেকদিন হয়তো আপনি ভালো লিখবেন না, খুব বাজে হবে কিন্তু You cannot Stop.

যে যত বেশি consistent সে তত বেশি ক্রিয়েটিভ।

Outro: [

অনেকে হয়তো ইতোমধ্যে টের পেয়েও গেছেন নজরের আজকের এই ভিডিও Austin Kleon এর বিখ্যাত বই “Steal Like an Artist” থেকে চুরি করে নেয়া। কিন্তু আমরা বইটার মূল মেসেজ ও ইম্পর্টেন্ট পার্ট গুলো আমাদের স্টাইলে প্রেজেন্ট করেছি। বইটি না পড়লেও আপনি এখন ক্রিয়েটিভিটির অনেক অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপার জেনে গেছেন। তাহলে নজর কি Copy cat চোর নাকি ক্রিয়েটিভ চোর?

Let’s Repair Bangladesh Together.]]